R. N. No. 2532/57

Phone No RGG. 112

Regd. No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি. কে. সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউদিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০০ সাল
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

গঙ্গা-পদ্মার ভাঙ্গন শুরু হয়েছে বর্ষার সমাগমে, সঙ্গে দেখা দিয়েছে সীমান্ত সমস্যা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ভাঙ্গনের গতি প্রকৃতি দেখে পঃ বঙ্গ সরকার ৩৫৬ কোটি টাকার এক প্রকল্প গত বছরে কেন্দ্রের কাছে জমা দেয়। কিন্তু কেন্দ্র এক বছরেও সেই প্রকল্প মঞ্জুর ত করেই নি, এমন কি মঞ্জুর হবার কোন সবুজ সঙ্কেতও দেয় নি। পঃ বঃ সরকার গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসনের মাধ্যমে গত '৯১ সালে আখেরীগঞ্জে ৪ কোটি টাকার মত ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করে। সেখানে ১৬ কিমি জুড়ে পদ্মার তান্ডব চললেও ঐ টাকায় মাত্র ২ কিমির মত কাজ করা সম্ভব হয়। সেই কাজের ফলে আখেরীগঞ্জে ভাঙ্গনের তান্ডব কিছুটা কম। আগে বছরে যেখানে আধ কিমি গতিতে ভাঙ্গন এগুতো, সেখানে এই কাজের ফলে দু'বছরে মাত্র ৪/৫ মিটার গতি পেয়েছে ভাঙ্গন। তবে যেখানে কাজ হয় নি সেখানকার চিত্র বিপরীত। এ বছর জঙ্গিপুর মহকুমার অরঙ্গাবাদের কাছে হাসানপুর এলাকার নীচের দিকে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। এ সময় ভাঙ্গনের মুখে কাজ করে অর্থ ক্ষয় ছাড়া লাভ কিছু হবে না। প্রতিরোধের জন্য স্কীম তৈরী করা হয়েছে। ভাঙ্গনের তান্ডব কমলেই স্কীম অনুযায়ী কাজ শুরু করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। ফরাক্কার ৩০ কিমি উত্তরে মালদার মানিকচক থানার কদমতলায় পদ্মার বাঁধ ১৫০ মি জুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৫০০ মিটার মাটির বাঁধে ধস দেখা দিয়েছে। সেটিকে রিং বাঁধ দিয়ে রোখার চেষ্টা হচ্ছে। এই জেলায় জঙ্গিপুর থেকে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর দুর্নীতির অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৬ সেপটেম্বর জয়েন্ট কাউন্সিল অফ দি ষ্টেট হেলথ এলপ্লয়িজ এ্যাঃ এবং ইউনিয়নস্ জঙ্গিপুর শাখা হাসপাতালের নানা গাফিলতির বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য স্থানীয় মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জীব ঘোষের কাছে এক ডেপুটেশন দেন। এই ডেপুটেশন দেওয়ার ব্যাপারে জয়েন্ট কাউন্সিল পূর্বাহ্নে নোটিশ দিলে সুপার ৬ সেপটেম্বর ডেপুটেশন নিতে রাজী হলেও সেদিন তিনি অফিসে হাজির থাকেন না। ফলে কাউন্সিল লিখিত ডেপুটেশন তাঁর অফিসে জমা দিতে বাধ্য হন। লিখিত সেই ডেপুটেশনে দেখা যায় সমস্ত অভিযোগই সুপারের বিরুদ্ধে। কাউন্সিল বলেন—সুপারের অনৈতিক ও খামখেয়ালীর জন্যই হাসপাতালটি আজ বিভিন্ন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত এবং রোগীরা বিপন্ন। তাঁরা চিকিৎসার সামান্যতম সুযোগও পাচ্ছেন না। বে-আইনীভাবে লোকাল ওষুধ পারচেজ, সরকারী গাড়ী ব্যবহার, অ্যাম্বুলেন্সকে নিজের কাজে ব্যবহার ও অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ পেথিড্রিন পর্যন্ত নিজে ব্যবহার করার অভিযোগ এনেছেন কাউন্সিল। লিখিতভাবে কাউন্সিল জানিয়েছেন—সুপার পক্ষপাত দুষ্ট ডিউটি রোষ্টার তৈরী করে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীদের বিপাকে ফেলার চেষ্টা করেছেন ও করে চলেছেন। ফলে চার চারবার এই রোষ্টার কার্যকরী হয় নি। গত ৫ সেপটেম্বর নতুন যে রোষ্টার তিনি করেছেন তাও পক্ষপাত দুষ্ট। সরকারী আবাসের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

এন টি পি সির সমাজসেবা—
আশংকাজনক রোগিণীর জীবনরক্ষা

নবারুণ ঃ গত ৩১ আগষ্ট এনটিপিসির ডাক্তার ও কর্মীরা জনৈকা গ্রাম্য মহিলাকে রক্তদান ও অস্ত্রোপচারে সাহায্য করে প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন। খবর কুলিগ্রামের গৃহবধূ গোলচরণ বিবিকে সংজ্ঞাহীন ও আশংকাজনক অবস্থায় পুবারুণ হাসপাতালে আনা হয়। ডাক্তারী (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ছ'লক্ষ টাকা ভরতি এ্যাটাচি আটক

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৪ সেপটেম্বর স্থানীয় মিঞাপুরে পুলিশ আবদুল লতিব নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। তার কাছে একটি এ্যাটাচি ছিল। সেই এ্যাটাচি খুললে দেখা যায় তার ভিতর ছ'লক্ষ টাকা ভরতি রয়েছে। খবর আবদুল লতিব জঙ্গিপুর বরজের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী। উনি কলকাতা থেকে নেমে মিঞাপুরের কাছে পুলিশের হাতে আটক হন। তিনি ঐ ছ'লক্ষ টাকার কোন যুক্তিগ্রাহ্য হিসাব দিতে পারেন না। পুলিশের সন্দেহ বাংলাদেশ থেকে পাচার করা সোনার বিস্কুট কলকাতায় বিক্রি করে ঐ টাকা তিনি পান।

বিতর্কিত এম আর ডিলার আর একটি দোকান পাচ্ছেন

সাগরদীঘি ঃ বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়নডাঙ্গা গ্রামের এম আর ডিলার কায়েম সেখের বিরুদ্ধে বেশ কয়েক মাস পূর্বে অভিযোগ উঠে তিনি নাকি রেশন হোল্ডারদের মাল দেন না। আমাদের সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশ হলে, তদন্ত হয় এবং তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০০ সাল।

শিক্ষক দিবসের নূতন শপথ

গত ৫ সেপ্টেম্বর ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ও স্বনামখ্যাত ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্ম-দিন ভারতের শিক্ষক দিবস হিসাবে প্রতি-পালিত হইল। সেদিন সভা সমিতিতে রাধাকৃষ্ণাণের মহান আদর্শে শিক্ষাব্রতীদের অনুপ্রাণিত হইবার আহ্বান জানাইলেন বক্তারা। কিন্তু বর্তমানে আমাদের শিক্ষক-কূল ও শিক্ষার্থীরা সত্যই কি তাঁহার আদর্শ বা নিষ্ঠা গ্রহণে নিজেদের উপযুক্ত করিতে পারিতেছেন? যদি না পারিয়া থাকেন তবে সে ত্রুটি কাহাদের এবং কি কারণে—তাহার সন্ধান করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। দাদাঠাকুর শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্যই সকল শিক্ষার মূল—বিদ্যার্জনের ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে প্রকৃত বিদ্যা আয়ত্ত করা সুকঠিন। যদি বা মেধার সাহায্যে বিদ্যালাভ করা যায়, তথাপি তাহা কখনই কার্য্যকরী হয় না—অর্জিত বিদ্যা নিষ্ফল হয়। বিদ্বান ব্যক্তি যদি দশের ও দেশের মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল ধীশক্তি সম্পন্ন হইলেই চলিবে না, সংযমী ও চরিত্রবান হইতে হইবে। অসংযমী, ভোগপরবশ বিদ্বান অপেক্ষা সংযমী, সচ্চরিত্র, নির্লোভ অজ্ঞকেই লোকে অধিক শ্রদ্ধা করে ও তাঁহাকেই অনু-বর্তন করিয়া থাকে। আত্ম সংযম ছাড়া আত্মোন্নতি সম্ভব নহে। আত্মসংযমী না হইলে কঠোর জীবন সংগ্রামে মানুষ ক্ষণকালও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। চরিত্রবলসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অসংযমী অসচ্চরিত্র বার বার পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। শিক্ষার্থীকে সে কারণেই আত্মসংযমী হওয়ার শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতি যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে এমত কথা কেহই জোর দিয়া বলিতে পারেন না। সুতরাং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি নিশ্চয়ই নানান দোষে দুষ্ট। তাহা হইলে শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান দোষ কি? প্রায় কোন বিদ্যা-লয়েই প্রকৃত শিক্ষাদান করা হয় না। বেতন-ভুক শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকরী রক্ষার্থে যেটুকু প্রয়োজন দায়সারা গোছের সেইরূপ কর্মটুকু করেন। ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় তাঁহাদের কম। শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতেছে কিনা তাহাও কেহ সন্ধান করেন না। তাঁহারা শিক্ষা বা বিদ্যা দান করেন না, অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ফলতঃ শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের ভক্তি করিতে বা ভালবাসিতে শেখে না। শিক্ষকদের চরিত্রে অনুকরণ যোগ্য কিছুই তাহারা খুঁজিয়া পায় না। এই সকল ব্যবসায়ী দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকরা ছাত্রদের স্নেহ বা ভালবাসিতে শেখেন না, সেই কারণে শাসন করিবার যোগ্যতাও হারাইয়া বসেন। বর্তমানে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কে গুরুশিষ্য বা পিতা পুত্রের সম্পর্ক নাই, ক্রেতা বিক্রেতার ব্যবসাদারী সম্পর্ক সৃষ্ট হইয়াছে। আচার্য্য ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিনে সে কারণেই আমাদের দেশে শিক্ষা দানের, শিক্ষা লাভের আদর্শ পরিবর্তন করিয়া নূতন ধারা বহাইবার শপথ লইতে হইবে নতুবা উন্নতি সুদূর পরাহত।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

সরকারী বিভাগে তছরুপ প্রসঙ্গে

গত ২৫ আগষ্ট আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'সরকারী বিভাগে তছরুপের ঘটনা বাড়ছে: তদন্তে দীর্ঘ অবহেলা দোষীদের সাহসী করে তুলছে' সংবাদে আমার সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই সংখ্যায় এবং গত ৩০ মার্চ সংখ্যায়ও লিখেছেন যে 'আমি সাত দিনের মধ্যে টাকা শোধ দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি মহকুমা শাসকের নিকট দিয়েছিলাম।' আমি কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি দিই নি। যে ষ্টেটমেন্ট আমাকে দিয়ে লেখানো হয়েছে সেটি অন্য এক ষ্টেটমেন্ট, তার সাথে টাকা শোধ দেওয়ার প্রশ্ন নেই। এবং সেটা আমাকে দিয়ে আমার প্রতিবন্ধীতার সুযোগ নিয়ে সুপার জোর করে লিখে নিয়ে-ছিলেন। এ ছাড়া আমার অফিসের বেশ কিছু কাগজপত্র এবং যে টাকা চুরি হয়ে যায় তার জন্য থানায় ডায়েরী করতে যাই, কিন্তু কিছু সমাজবিরোধীকে দিয়ে রাস্তায় বাধা দেওয়াতে বাধ্য হয়ে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে থানায় জানায় গত ১৮-৩-৯৩ তারিখ। আপনি বার বার যে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা তছরুপের ঘটনা লিখছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যদি তাই হয় তবে সুপার মেমো নং ৬৫৪ তাং ২২-৩-৯৩ একটি চিঠি করে আমাকে যে ৮০,০০০ টাকা ৭ দিনের মধ্যে জমা দিতে বলেন।' তাহলে এফ-আই-আর করলেন ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কোনটা সত্য? আপনি লিখেছেন যে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এবং কোর্টের আদেশে জয়েন করে বেতন পাচ্ছি। আমাকে বরখাস্ত করা হয় নি। এবং কোর্ট কোন ঐ ব্যাপারে রায় দেন নি। রায় দিয়েছেন এ্যারেষ্ট না করার জন্য। আমি মেডিকেল ছুটিতে ছিলাম। এবং ছুটি শেষ করে কাজে যোগ দিয়েছি।

—বিমান চ্যাটার্জী, জঙ্গিপুর হাসপাতাল.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিদায়

আবদুর রাকিব

বামফ্রন্ট সরকারের একদা অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র যেদিন পদত্যাগ করেন, সেদিনও খবরে চমক ছিল। কেননা, তিনিও ছিলেন সরকারের একটি স্তম্ভস্বরূপ। নানা জনে নানা কথা বললেও, তিনি নিজে নীরব ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন অতিথি শিল্পীর মতো। ইন্দিরা গান্ধীর অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা থেকে বসু-পরিবারে অর্থমন্ত্রী হয়ে তাঁর অনুপ্রবেশের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা ছিল না। সুতরাং অল্পদিনেই তাঁর পদত্যাগের চমকটি থিতিয়ে যায়।

পরবর্তীকালে যতীন চক্রবর্তী ও কমল গুহও ঢেউ তুলেছেন। কিন্তু যেহেতু দু'জনেই ছিলেন দুই শরিক দলের সদস্য, অতএব ঘটনার ঘন-ঘটা তেমন গম্ভীর হয়ে উঠে নি। কিন্তু এবারে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিদায় অবশ্যই একটি কালাঙ্কিত ঘটনা। কেননা, তাঁর শিকড় ছিল অনেক গভীরে, আর শিখর স্পর্শ করে-ছিল আকাশকে। আমরা তাঁকে জ্যোতি বসুর উত্তর সূরী হিসেবে চিন্তা করছিলাম। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের গ্রহণযোগ্যতায় যথেষ্ট নাড়া দেয়। একজন সত্যিকারের কম্যুনিষ্টের মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনার বিদ্যু-ল্লেখা দেখা যায়, বুদ্ধদেববাবুর মধ্যে আমরা তা ঝলসে উঠতে দেখেছি। অকুতোভয়, স্পষ্টভাষী, প্রত্যয়শীল এই মানুষটির অহমিকাও তাঁর ব্যক্তিত্বের ভূষণ হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ পরাজয়কেও তিনি জয়ের গৌরবে মণ্ডিত করতে পারতেন। প্রেস কর্ণার ব্যাপারটি তার এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেন, তাদের মুকাবিলা করার একক শক্তি, একমাত্র তাঁরই ছিল। সেই তিনি হঠাৎ কেন সরে গেলেন?

তিনি অবশ্য বলেছেন, ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন। আর তাঁর পার্টি বলছেন, পার্টির শৃঙ্খলা তিনি ভঙ্গ করেছেন। এ কথা ঠিক, ব্যক্তির চেয়ে পার্টি অনেক বড়। 'ব্যক্তি ডুবে যায় দলে। মালিকা পরিলে গলে প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে।' কিন্তু ব্যক্তিও পার্টিকে বড় করে। বস্তুতঃ ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমন্বয় সমস্যা চিরন্তন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব চিরকালই জটিল। এক কালের ব্রিটিশ-ভারত বর্তমানে তিন-তিনটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত। তারও মূলে ব্যক্তিত্বের লড়াই। এক কালে নেহেরু-জিন্নাহ, পরে ভুট্টো-মুজিব—এই সব রথী-মহারথীদের দ্বন্দ্বে ইতিহাস সৃষ্টি হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে ব্যক্তিত্বের লড়াই ধারাবাহিক ঘটনা। বলতে কী, আজকের (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহকুমার দিকে দিকে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের খবর

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৫ আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা ডিপ্রেস্‌ড ক্লাস লীগের নিজস্ব অফিস ঘরে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন লীগের সভাপতি নরেন দাস। তিনি তাঁর ভাষণে স্বাধীনতা দিবসের কর্তব্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন ডাঃ সুভাষকান্তি রায়, অমলকুমার হালদার ও ঊষারাণী বিশ্বাস প্রমুখ। ওই দিন সুপার মার্কেটে 'প্রতিশ্রুতি'র পক্ষ থেকে সারাদিন ধরে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের এক আসর বসে। সাগরদীঘি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকেও স্বাধীনতা দিবস পালনের খবর পাওয়া যায়। বালিয়া গ্রামে বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান রাজ্জাক হোসেন ও জয়ন্ত ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় দিনটি পালিত হয় সমারোহ সহকারে। বালিরা নেতাজী সংঘ সকালে পতাকা উত্তোলন করেন ও বিকেলে এক প্রীতি ফুটবলের আয়োজন করেন। বালিয়া স্কুলও দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করেন। গোবর্দ্ধনডাঙ্গা পঞ্চায়েত প্রধান মোঃ এন্তাজ আলি পঞ্চায়েত অফিসে জাতীয় পতাকা তোলেন ও দিনটিকে জাতীয় সংহতি দিবস হিসাবে পালন করেন। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুরে সাধারণ গ্রন্থাগারে সাংস্কৃতিক মঞ্চ পতাকা উত্তোলন করে। মিঠিপুর কিশোর বাহিনী, বিদ্যাসাগর কেজি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা সহকারে পথ পরিক্রমা করে।

বিশিষ্ট বিদ্যালয় সম্বর্ধনা

গত ১৭ আগষ্ট জঙ্গিপুর পৌরসভার উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ চক্রের প্রাথমিক ও পৌরসভার কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলকে বিশিষ্ট স্কুল বলে গণ্য করা হয়। এই সভায় মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থার সভাপতি উপস্থিত হয়ে এঁদের সম্বর্ধনা জানান। ১ম হয় পৌরসভার বাজারপাড়া প্রাথমিক, ২য় গার্লস প্রাথমিক ও ৩য় হয় কিশলয় প্রাথমিক স্কুল। চক্রের গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বাহাদিনগর প্রাথমিক, মঙ্গলজন প্রাথমিক এবং রাজানগর প্রাথমিক বিশিষ্টতা অর্জন করে।

ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা দিবস

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৮ আগষ্ট ছাত্র পরিষদ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করে জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্র পরিষদ কমিটি। ঐদিনে তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার শপথ নেয়। অন্যান্য দবীর মধ্যে ছিল সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কলেজে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে, অনার্স কোর্সের আসন বৃদ্ধি করতে হবে, অধ্যাপকদের নিয়মিত ক্লাস নিতে হবে এবং শিক্ষা নিয়ে কোনরূপ রাজনীতি করা চলবে না। পরিচালনা করেন কমিটির স্থানীয় সভাপতি বিকাশ নন্দ।

আগষ্ট বিপ্লবের ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসবে মাসব্যাপী কর্মসূচী

মির্জাপুর ঃ স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব আগষ্ট বিপ্লবের ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে একমাস ব্যাপী কর্মসূচী নেয়। সেই অনুযায়ী প্রভাতফেরী, স্বেচ্ছাশ্রমে গ্রামের পথ মেরামত ভারতীয় রেডক্রশ সমিতি, জঙ্গিপুর শাখার সহযোগিতায় রক্তের গ্রুপ চিহ্নিত করণে ২১০ জনের রক্ত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনে সাহায্য করতে ২৫০ জন গ্রামবাসীকে বিনামূল্যে চারাগাছ বিলি করা হয়। এতে সাহায্য করেন রেডক্রশ সমিতি ও বন বিভাগ। ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তকও দেওয়া হয়। বিদেশ প্রত্যাগত 'এক তারা বাউল সম্প্রদায়' ক্লাবের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে (মির্জাপুর, গনকর, বিজয়পুর ও রমনা) সাম্প্রদায়িকতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বাউল গান পরিবেশন করেন। শেষ দিনে ৩১ আগষ্ট জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী বিমল দাস, ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির জেলা সম্পাদক অমর নিয়োগী, যুব সংযোজক প্রদীপ সাহা প্রমুখের উপস্থিতিতে ক্লাব প্রাঙ্গণে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা আগষ্ট বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিদায়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ভারতবর্ষের রাজনীতি ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে আকীর্ণ এবং বিদীর্ণ। বৈশিষ্ট্যময়। গতিশীল। এবং বহুমাত্রিক।

বুদ্ধদেববাবুর ব্যক্তিগত কারণটি কী, নিশ্চয় করে বলা যাবে না। তেমনি শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগেরও সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া শক্ত। তবে আমার নিজের মনে হয়, বুদ্ধদেববাবুর ভেতরের মানুষটি বড় অভিমানী। এবং আপোসহীন। বড় পরিচ্ছন্ন এবং স্বাধীন। তাঁর 'দুঃসময়' নাটক আমি দেখিনি। তবে কাগজ পড়ে যা জেনেছি, তাতে সমকালের নানা অবক্ষয় নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এমন কী কীটদষ্ট প্রশাসনও সেখানে খুব বড় একটি মাত্রা পেয়েছে। প্রশাসনে সংশ্লিষ্ট থেকে যিনি প্রশাসনিক দুর্বলতাকে শিল্পায়িত করেন, তাঁর শিল্পীসত্তাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। যিনি সৃষ্টিশীল, তিনি তাঁর মৌলিক ভাবনা এবং তৃতীয় নয়নকে উপেক্ষা করতে পারেন না। সমস্যাটা এখানেই। একদিকে পার্টির আনুগত্য, অন্যদিকে তৃতীয় নয়নের আধিপত্য কাকে ছেড়ে কাকে রাখা যায়! হয়তো বহুদিন ধরে তলে তলে তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছিলেন। আর, 'আমি কিছুতেই হেরে যাব না'—এরকম মনোভাব নিয়ে আরও উগ্র ও জেদী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ জ্যোতি বসু কিংবা সুভাষ চক্রবর্তী নয়। তাঁর প্রতিপক্ষ তিনি নিজেই। 'দুঃসময়' আসলে তাঁরই গৃহযুদ্ধের নাট্যরূপ। সেখানে স্রষ্টাই জয়ী। প্রশাসক পরাজিত।

অথবা কবিতা নিয়ে একদিন যিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন, সেই খুল্লতাত সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো তিনিও কী কোন কোলাহলমুক্ত নির্জনতায় ফিরতে চান? বৌদি মীরা ভট্টাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে কবি সুকান্ত এমন একটি রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছিলেন—যিনি কিনা সময়ের প্রয়োজনে কবিতাকেও ছুটি দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অবশ্য জনারণ্যে মিশে যাবেন বলেছেন। তাহলে কী, কবি সুকান্তের অগ্রজপ্রতিম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনিও সবকিছু ছেড়ে 'পদাতিক' হয়ে যাবেন! কেন জানি না, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিদায়ে বারবার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথাই আজ মনে হচ্ছে।

কাঞ্চনতলা হাই স্কুলে নতুন এম সি

ধুলিয়ান ঃ গত ২৯ আগষ্ট স্থানীয় কাঞ্চনতলা হাই স্কুলে অভিভাবক শ্রেণী থেকে বরজাহান মির্দা, আজিজুল হক, নুর মহম্মদ বিশ্বাস ও সাদেমান বিশ্বাস ৪ জন নির্বাচিত হন। বিজেপি গ্রুপের ৪জন রাজু সিংহ, বরণ সিংহ, তোনু ভকত, কালী রায় পরাজিত হন।

বাড়ি থেকে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ফরাক্কা ঃ গত ২৬ আগষ্ট ফরাক্কা ব্লকের সাঁকোপাড়ায় আবদুল লতিফ নামে জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে পুলিশ প্রচুর বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে বলে খবর। বাড়ির মালিক ফেরার বলে জানা যায়। এই ঘটনায় গ্রামে উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সব দলেরই নেতৃবৃন্দ ফরাক্কা থানায় এক ডেপুটেশন দেন এবং সমাজবিরোধীদের সম্বন্ধে আরও সতর্ক ও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার দাবী জানান। এখানে একটি পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে যখন খেলাধুলা তথা ফুটবল প্রতিযোগিতা উধাও হয়ে গেছে, সে সময় শহরের উপকণ্ঠে কানুপুর নবজাগরণ ক্লাব তাদের মাঠে কানুপুর 'শাহ কানু রানিং শীল্ড' ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করল গত ৩০ আগষ্ট। ক্রীড়া পিপাসু দর্শক পরিপূর্ণ মাঠে বাগানবাড়ী কিরণ সংঘ ২-১ গোলে মহম্মদপুর সোনালী সংঘকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। বৃষ্টি ভেজা মাঠে ক্রীড়াশৈলীর মান খুব উন্নত না হলেও উভয় দলের আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ দর্শকদের আনন্দ দেয়।

হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষেত্রে তিনি রেন্ট এ্যাসেস্ট করিয়ে কিছু কর্মীকে বাড়ী ভাড়ার টাকা বেশী কাটার জন্য টাকা ফেরৎ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেই একই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে অনেককে অর্থাৎ তাঁর পছন্দ নয় এমন কর্মীদের সেই টাকা ফেরৎ দেননি। সরকারী নিয়মে একই আবাসে দু'তিনজন কর্মী একত্রে থাকলেও প্রত্যেকের বেতন থেকে বাড়ী ভাড়ার টাকা কেটে নেওয়ার নিয়ম। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বারবার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পছন্দমত কর্মীদের সে টাকা না কেটে দুর্নীতির সুযোগ দিচ্ছেন। এর নজির তিনি নিজেই। তাঁর স্ত্রী একজন কর্মী। সেক্ষেত্রে দু'জনেরই ভাড়া কাটতে হবে। কিন্তু তা তিনি করছেন না। সরকারী আবাসে অনেক কর্মী নিজস্ব ব্যবসা চালাচ্ছেন। কাউন্সিল এসব বন্ধ করার দাবীও জানিয়েছেন। হাসপাতালে ৬ জন গ্রেড-১ (২) সিষ্টার আছেন তাঁরা বরাবরই ওয়ার্ড-ইন-চার্জ হয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি বেআইনী ও খামখেয়ালী করে গ্রেড (২) সিস্টারদের ওয়ার্ড-ইন-চার্জ করে রেখেছেন। এবং গ্রেড-১ (২) সিষ্টারদের ডিউটি না দিয়ে মেট্রন অফিসে বসিয়ে রেখেছেন। সুপার সরকারী গাড়ী বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করে কলকাতা, বহরমপুর যাতায়াত করেন। তিনি কলকাতায় গিয়ে বিনা টেণ্ডারে, বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন নিম্নমানের সরঞ্জাম কিনেছেন। এগুলির দাম প্রায় ১৬ হাজার টাকা। কিন্তু এই পারচেজের ক্ষেত্রে নন-এ্যাভিলিটি সার্টিফিকেট দেননি। এই মালগুলি এত নিম্নমানের যে, তা কোন কাজেই লাগেনি। লোকাল পারচেজে তিনি ৭০ হাজার টাকার ওষুধও কিনেছেন। সেক্ষেত্রে নন-এ্যাভিলিটি সার্টিফিকেট ছিল না বা টেণ্ডার নেওয়াও হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি কৌশলে ষ্টোরকিপারকে জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গত মার্চে তিনি গাড়ীর তেল খরচ করেছেন ১০ হাজার টাকা। এই খরচ হয়েছে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের জন্য। এ্যাম্বুলেন্স এভাবে ব্যবহার নজীরবিহীন। কেননা প্রয়োজনে রোগীর আত্মীয় গাড়ী পাননি, পেলেও তেল তাঁদের কিনে দিতে হয়েছে। সর্বশেষ এবং বিশেষ যে দুর্নীতির অভিযোগ সুপার ডাঃ সঞ্জীব ঘোষের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তা বিস্ময়কর এবং একজন ডাক্তারের কাছে কোনভাবেই আশা করা যায় না। অভিযোগে জানান হয়, সুপার বিভিন্ন সময়ে ষ্টোরে কোন হিসাব না রেখে পেথিডিনের মত রেসট্রিকটেড ড্রাগস্ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ থেকে ৩/১১/৯২ তিনি ৪২০টি পেথিডিন নিয়েছেন। ১০/৩/৯৩, ১৩/৩/৯৩-এ সি এম ও এইচ হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন ব্লক হেলথ সেন্টার থেকে পেথিডিন রিকুইজিসন করে নিজেই নিয়ে এসেছেন। দেখা যাচ্ছে ২৪/৩/৯৩ ডি আর এস থেকে ১০০, ৫/৫/৯৩ লালবাগ থেকে ১০০, নিজের ওয়ার্ড থেকে ২০টি পেথিডিন সংগ্রহ করেছেন। এর কোন জমা-খরচ ষ্টোরের ষ্টকে করেননি। কাউন্সিল তাঁদের প্রতিবাদ পত্রের অভিযোগগুলির সদুত্তর চেয়েছেন সুপারের কাছ থেকে। অভিযোগগুলির সত্যাসত্য কতটুকু তা সুপারই বলতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি এসবের কোন সদুত্তর না দেন তবে সাধারণ মানুষ এসব অভিযোগ সত্যই মনে করবে।

এন টি পি সি-র সমাজসেবা (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষায় দেখা যায় তাঁর গর্ভে পরিপূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত সন্তান রয়েছে এবং জরায়ুর মুখ দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। তাঁর পালস্ ও হার্ট বিট খুবই মৃদু এবং রক্তচাপ রেকর্ড করার মত অবস্থায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন গাইনোকলজিষ্ট ডাঃ শ্রীমতী পি চাদা এবং তাঁর উপদেশ মত অস্ত্রোপচার করেন একটি মেডিক্যাল সার্জারী টিম। যাতে ছিলেন ডাঃ এ কে চাদা, ডাঃ কে দাশগুপ্ত, শ্রীমতী চাদা এবং সিষ্টার শিবানী কার্থওয়ার এবং ডি টিগ্গা। প্যাথলজিষ্ট টিমের ডাঃ মালা শর্মা, এন সি সরকার এবং জারজিস আলী সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। মেডিক্যাল টিমের নেতৃত্বে ছিলেন চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জে পি শা। রোগীণীকে তিন ইউনিট রক্তও দিতে হয়। রক্ত দান করেন ডাঃ এস আর দেব, ডাঃ এ কে চাদা এবং ম্যানেজার সিভিল জি বি মাইকেল।

গঙ্গা-পদ্মার ভাঙ্গন শুরু হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জলঙ্গী পর্যন্ত ৭০ কিমি পদ্মার ভাঙ্গনের মুখে। বর্তমানে লালগোলা থানার সেখালীপুর, রাণীনগর থানার রাজানগর, নলবোনা এবং জলঙ্গী বাজারের মধ্যে কিছু অংশ ছাড়া আখেরীগঞ্জে ভাঙ্গন জোরকদমে শুরু হয়েছে। সেখালীপুর ও আখেরীগঞ্জে ভাঙ্গনের গতি থামাতে প্রথম পর্যায়ে ১৪/১৫ লক্ষ টাকার কাজের টেণ্ডার গত ১ সেপ্টেম্বর নেওয়া হয়েছে। কি ধরনের কাজ হবে জানতে চাইলে রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আর কে বাসু জানান— বোল্ডার কম ব্যবহার করে ভাঙ্গন প্রতিরোধের চেষ্টা হচ্ছে। কেননা ভাঙ্গনের মুখে বোল্ডার ফেলে তেমন কোন লাভ হয় না। সে কারণে নাইলন জালের মধ্যে বালির বস্তা ভরে জলে ফেলা হবে। এছাড়া বাঁশের খাঁচায় বোল্ডার ভরে এবং গাছের ডালপালার সঙ্গে বোল্ডার বেঁধে ফেললে ভাঙ্গনের গতি এবং জলের তাণ্ডব কমবে, জলও থিতিয়ে পড়বে বলে শ্রীবাসু জানান। তাঁরা ঠিক করেছেন হিসেব করে এলাকা নির্দিষ্ট করে এসব কাজ করা হবে। '৯১ সালে এই ব্যবস্থা নেওয়ায় দু'বছরে তাণ্ডব বেশ কমেছে বলেও তিনি জানান। এছাড়া ভাঙ্গনের ফলে আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা হলো সীমান্ত সমস্যা। এপার পদ্মার জলে যেমন ভাঙ্গছে, তেমনি ওপারে বাংলাদেশের দিকে জমি জাগছে। নদীর মাঝখানে সীমান্ত বরাবর কিছু চরও সৃষ্টি হয়েছে। এই সব জমি ও চরের মালিকানা ঠিক করার সমস্যায় দু'দেশের সরকারই চিন্তান্বিত। এ সমস্যার সমাধান দ্রুত না করতে পারলে উভয় দেশের জনগণ যাঁরা এসব জমিতে বসবাস ও চাষ শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যে গণ্ডগোল বেধে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিতর্কিত এম আর ডিলার (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু তিনি মহামান্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে কোর্টের আদেশে তাঁর সাসপেনসন তুলে নিয়ে দোকান ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সম্প্রতি গ্রামবাসী সূত্রে খবর পাওয়া যায়, অন্য একটি দোকান বন্ধ করে দিয়ে নাকি রেশন গ্রহীতাদের তাঁর দোকানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এর জন্য নাকি টাকা পয়সাও লেনদেন হয়েছে বলে খবর। গ্রামবাসীদের অভিযোগ বিতর্কিত এই ডিলার যদি বেশী মাল পান তবে তিনি আরও অসাধুতা অবলম্বনের সুযোগ ও সাহস পাবেন।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী— কোরিয়াল, জামদানি, জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।